



খাদ্য সমৃদ্ধকরণ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে)



বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

ডা. ফারজানা রহমান

উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

লাইলুন নাহার

প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ফুড ফার্টিফিকেশন

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

মো. আবুল বাসার চৌধুরী

প্রজেক্ট ম্যানেজার, ফুড ফার্টিফিকেশন

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

সার্বিক নির্দেশনায়

ডা: মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

মহাপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত)

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

ডাঃ মোঃ তাহেরুল ইসলাম খান

পরিচালক

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

ডাঃ মোঃ আকতার ইমাম

উপ-পরিচালক

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়

ড. রুদাবা খন্দকার

কান্ট্রি ডিরেক্টর

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

ড. আশেক মাহফুজ

পোর্টফোলিও লিড, ফুড ফার্টিফিকেশন এবং ভ্যালুচেইন

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)

সূচীপত্র

১.০ ভূমিকা	৩
২.০ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর লক্ষ্য	৩
২.১ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য	৩
৩.০ প্রশিক্ষণ মডিউল	৫
৩.১ অধিবেশন ১: প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬
৩.১.১ উদ্দেশ্য	৬
৩.১.২ পাঠ পরিকল্পনা	৬
৩.১.২ (১) খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক ধারণা	৭
৩.১.২ (২,৩) অপুষ্টি দূরীকরণে বাংলাদেশের গৃহীত উল্লেখযোগ্য নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ	১৩
৩.২ অধিবেশন ২: অপুষ্টি নিরসনে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি এবং তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিসমূহ	১৬
৩.২.১ উদ্দেশ্য	১৬
৩.২.২ পাঠ পরিকল্পনা	১৬
৩.২.৩ অপুষ্টি নিরসনে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি, গৃহীত পদক্ষেপ এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা:	১৯
৩.৩ অধিবেশন ৩: খাদ্য সমৃদ্ধকরণ	২১
৩.৩.১ উদ্দেশ্য	২১
৩.৩.২ পাঠ পরিকল্পনা	২১
৩.৩.৩ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ	২২
৩.৩.৪ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের পথ যাত্রা	২২
৩.৩.৫ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা	২২
৩.৩.৬ বিশ্বব্যাপী খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম	২৩
৩.৩.৭ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২৫) ও Food Fortification	২৩
৩.৩.৮ বাংলাদেশে চলমান খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম	২৩
৩.৩.৯ বাংলাদেশে বিদ্যমান খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক আইন ও বিধিমালা	২৪
৩.৩.১০ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়	২৪
৩.৪ অধিবেশন ৪: জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কর্মপরিকল্পনায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ	২৫
৩.৪.১ উদ্দেশ্য	২৫
৩.৪.২ পাঠ পরিকল্পনা	২৫
৩.৪.৩ জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি	২৬
৩.৪.৪ স্থানীয় পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (এমএমএনপি কে ভিত্তি ধরে)	২৬
৪.০ সংযুক্তি	২৮
৫.০ তথ্যের উৎস	২৮
৬.০ পরিশিষ্টসমূহ	২৯
সংযুক্তি- ৪ (১): খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সম্পর্কিত আইন, ও নীতিমালা (সংক্ষেপ)	৩৩
সংযুক্তি-৫: ফুড ফোর্টিফিকেশন বিষয়ক টিওটি-তে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (ডিএনসিসি) হতে অংশগ্রহণকারীদের সম্ভাব্য তালিকা	৪০
সংযুক্তি-৬: বার্ষিক পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা (খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক নমুনা)	৪১

১.০ ভূমিকা

খাদ্যে অণুপুষ্টি বা Micronutrient এর ঘাটতি উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা। ভিটামিন ও খনিজ অবস্থার ঘাটতি, বিশেষ করে ফোলেট, আয়রন, ভিটামিন এ এবং জিঙ্কের অভাব বিশ্বব্যাপী প্রাক-বিদ্যালয় বয়সী শিশুদের ৫০% এবং প্রজননক্ষম বয়সী মহিলাদের (ডব্লিউআরএ) ৬৭% কে প্রভাবিত করে (76WHA)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরে অপুষ্টিজনিত ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বা Food Fortification পদ্ধতি চালু আছে। সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির জনসংখ্যার পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়নে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। অণুপুষ্টির ঘাটতি মোকাবেলায় বিশ্বের সফল উদ্যোগসমূহের অনুসরণে বাংলাদেশেও বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম চলছে।

পুষ্টি উন্নয়নে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ একটি স্বীকৃত দীর্ঘমেয়াদী কৃষিভিত্তিক বিনিয়োগ। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে অণুপুষ্টি কণার ঘাটতি সম্বলিত খাদ্যশস্যের আধিক্য, সেখানে ভিটামিন ও খনিজের পরিমাণ বৃদ্ধি করার মতো প্রযুক্তি আছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) এর মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এর মধ্যে কমলা, মিষ্টিআলু, শুঁটি ও অন্যান্য সবজিতে বিটা- ক্যারোটিন ও আয়রনের মতো অণুপুষ্টি কণা বৃদ্ধি করতে জৈব-সমৃদ্ধকরণ (Biofortification) সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্য সমৃদ্ধকরণের বাইরে প্রয়োজনীয় অণুপুষ্টি কণা দ্বারা খানাভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড এবং খাদ্যভিত্তিক অণুপুষ্টির অধাধিকারের সঙ্গে জাতীয় নির্দেশনা মেনে উদ্ভিষ্ট খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থাকরণের কথা ২য় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার সমন্বিত কর্মকৌশল ছকের ৬.২.৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া এবং এর ব্যবহার ও পরিধি বৃদ্ধি করার কৌশল, উপ কৌশল, মূল কার্যক্ষেত্র ও কার্যক্রম এবং তার সময়সীমাও এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ২য় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে দায়বদ্ধ সংস্থা হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি), যা পুষ্টি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। খাদ্যে অণুপুষ্টি কণা সমৃদ্ধকরণে উৎসাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত সার্বিক নীতি নির্দেশনা এবং অন্যান্য কারিগরি পরামর্শ প্রদানে বিএনএনসি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

অপুষ্টি একটি দেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। শুধু পুষ্টি সেবা সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ খাতগুলোতে কাজ করলে অপুষ্টির এই সংকট কাটিয়ে উঠা সহজ হবে না। তাই পাশাপাশি খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক তথ্যসমূহ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে কর্তব্যরত সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ফলে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং পুষ্টি বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে বলে আশা করা যায়।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে কর্তব্যরত সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দকে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ে অবহিতকরণ এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য “প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (Training of the Trainers - ToT)” কর্মসূচীর একটি উপকরণ হিসেবে বিএনএনসির নেতৃত্বে প্রণীত এই খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Food Fortification) সহায়িকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২.০ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর লক্ষ্য

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি কর্মকাণ্ডের সম্মিলিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী এর প্রতিনিধিবৃন্দের পুষ্টি বিষয়ক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য একদিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সামগ্রিক পুষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দকে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ে অবহিত করা ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

২.১ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এই প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।



প্রশিক্ষণ হতে নিম্নোক্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন:

- ১) খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ের মৌলিক ধারণা লাভ
- ২) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণের ভূমিকা সম্পর্কে জানা
- ৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিশ্রুতি ও অনুশীলনসমূহ সম্পর্কে জানা
- ৪) দেশে প্রচলিত খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ
- ৫) খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক আইন, বিধি, নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ

প্রশিক্ষণ হতে নিম্নোক্ত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন:

- ১) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমে “খাদ্য সমৃদ্ধকরণ” বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা
- ২) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা গ্রহণকারীদের খাদ্য সমৃদ্ধকরণ এবং এর সুফল সম্পর্কে জানানো
- ৩) দেশে প্রচলিত সমৃদ্ধকৃত খাদ্য (আয়োডিনযুক্ত লবণ, ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল, পুষ্টি চাল ইত্যাদি) সম্পর্কে জানানো এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণে সব খাদ্যপণ্য গ্রহণে উৎসাহী করা
- ৪) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি প্রতিবেদনে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্ত করা
- ৫) জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্তকরণে ভূমিকা পালন

প্রশিক্ষণ মডিউল

৩.০ প্রশিক্ষণ মডিউল

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে “প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (Training of the Trainers- ToT)” কর্মসূচীর অধিবেশনসমূহ:

ক্রমিক নং	অধিবেশনের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধিবেশন ০১	প্রশিক্ষণের সূচনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬
অধিবেশন ০২	অপুষ্টি নিরসনে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি এবং তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিসমূহ	১৬
অধিবেশন ০৩	খাদ্য সমৃদ্ধকরণ	২১
অধিবেশন ০৪	জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় “খাদ্য সমৃদ্ধকরণ” অন্তর্ভুক্তকরণ	২৫

* প্রশিক্ষণের পূর্ণাঙ্গ সময়সূচী: পরিশিষ্ট -১



অধিবেশন-১

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.১ অধিবেশন ১

৩.১.১ উদ্দেশ্য:

- ১) প্রশিক্ষণ সহায়ক (ফ্যাসিলিটের) এবং অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি
- ২) প্রশিক্ষণ সূচী এবং প্রশিক্ষণকালীন নিয়মাবলী আলোচনা করা
- ৩) প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করা
- ৪) জাতীয় পুষ্টি নীতি ও পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গুরুত্ব ও কর্মপরিধি বিষয়ে আলোচনা

৩.১.২ পাঠ পরিকল্পনা

সময়: ৬০ মিনিট

ক্রম	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি	সময়
১	খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে মৌলিক ধারণা	প্রেজেন্টেশন	২০ মিনিট
২	অপুষ্টি দূরীকরণে বাংলাদেশে গৃহীত উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ	প্রেজেন্টেশন	২০ মিনিট
৩	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) অনুযায়ী পুষ্টি কমিটির গুরুত্ব ও কার্যপরিধি বিষয়ে বর্ণনা	প্রেজেন্টেশন	২০ মিনিট

৩.১.২ (১) খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক ধারণা

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞান তথা সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা দেহকে সুস্থ রাখার পূর্বশর্ত। খাদ্য আমাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে। খাদ্য থেকে আমরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাই যা আমাদের দেহের সব ধরনের প্রক্রিয়াকে সচল রাখে। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেকেরই খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

খাদ্য

খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে, ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্নভাবে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয় এবং সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। এক কথায় বলা যায় যে- সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম থাকার জন্য মানুষ যা কিছু খায়, তাই খাদ্য।

মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য প্রধানতঃ তিন ধরনের-

(১) তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য (যেমন- চাল, গম, ভুট্টা, মিষ্টি আলু, তৈলবীজ ও অন্যান্য খাদ্য শস্য এবং এগুলো থেকে তৈরি রুটি, চিনি, তেল, মাখন, ঘি, চর্বি, মধু, গুড়, বিস্কুট ইত্যাদি)

(২) শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরণকারী খাদ্য (যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, কলিজা, সয়াবিন, বিভিন্ন প্রকার ডাল, দুধ, শিমের বিচি ইত্যাদি)

(৩) রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য (যেমন- গাঢ় রঙ্গিন ও সবুজ রঙের সব ধরনের শাক, জাম, পাকা আম, পাকা তাল, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কলা, লেবু, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, শিম, দুধ ইত্যাদি)।

খাদ্যের কাজ

- ১) দেহে শক্তি যোগায়
- ২) শরীরের বৃদ্ধি সাধন করে ও ক্ষয়পূরণ করে
- ৩) বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে
- ৪) দেহকে কর্মক্ষম ও গতিশীল রাখতে সহায়তা করে

পুষ্টি

পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণ করা খাদ্য শোষিত হয়ে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে, শরীরের বৃদ্ধি সাধন করে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

পুষ্টি উপাদানের প্রকারভেদ:

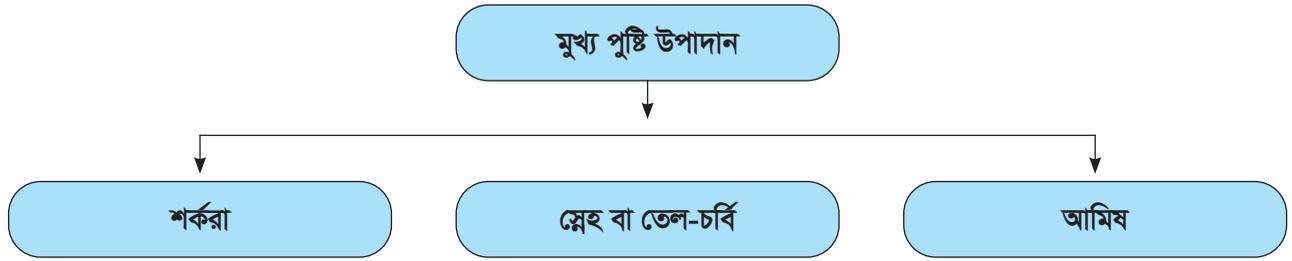
পুষ্টি উপাদান মূলত দুই প্রকারঃ

১. মুখ্য পুষ্টি উপাদান
২. সহায়ক পুষ্টি উপাদান

মুখ্য পুষ্টি উপাদান

যেসব উপাদান দেহে শক্তি উৎপন্ন করে, ক্ষয় পূরণ ও শারীরিক বৃদ্ধি সাধন করে তাকে মুখ্য পুষ্টি উপাদান বলে, যেমন- শর্করা, স্নেহ ও আমিষ।





মুখ্য পুষ্টি উপাদান



শর্করা

স্নেহ বা তেল-চর্বি

আমিষ

সহায়ক পুষ্টি উপাদান

খাদ্যের যেসব পুষ্টি উপাদান দেহের হজম প্রক্রিয়া, শারীরিক বৃদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুস্থতা রক্ষায় কাজ করে সেগুলোকে সহায়ক পুষ্টি উপাদান বলে, যেমন- ভিটামিন, খনিজ লবণ, খাদ্যাংশ এবং পানি। এর মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবণকে একসাথে অণুপুষ্টি উপাদান বলা হয়।



সহায়ক পুষ্টি উপাদান



সুষম খাদ্য

যে খাদ্যে বয়সভেদে প্রতিদিনের শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

পুষ্টির কাজ

পুষ্টি আমাদের শরীরকে প্রয়োজনীয় জ্বালানীর যোগান দেয়। দৈনন্দিন আমরা যে সব খাবার খাই তা থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি আমাদের মস্তিষ্ক, পেশী, হাড়, স্নায়ু, ত্বক, রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া, শ্বসন প্রক্রিয়া, বিপাকীয় প্রক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি জোরদার করতে ও যথাযথভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে। সঠিক এবং ভালো মানের পুষ্টি আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যেমন- হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, অস্টিওপোরোসিস ইত্যাদিসহ আরো অনেক রোগ।

অপুষ্টি

সাধারণভাবে অপুষ্টি বলতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিকেই বোঝানো হয়। প্রয়োজনের তুলনায় একজন মানুষ অপরিপূর্ণ বা অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে তার দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটাই অপুষ্টি হিসেবে অভিহিত। খাদ্য যথাযথভাবে পুষ্টি সমৃদ্ধ থাকে না বলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে অপুষ্টি দেখা দেয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা যা একই সাথে সামাজিক সমস্যাও বটে।

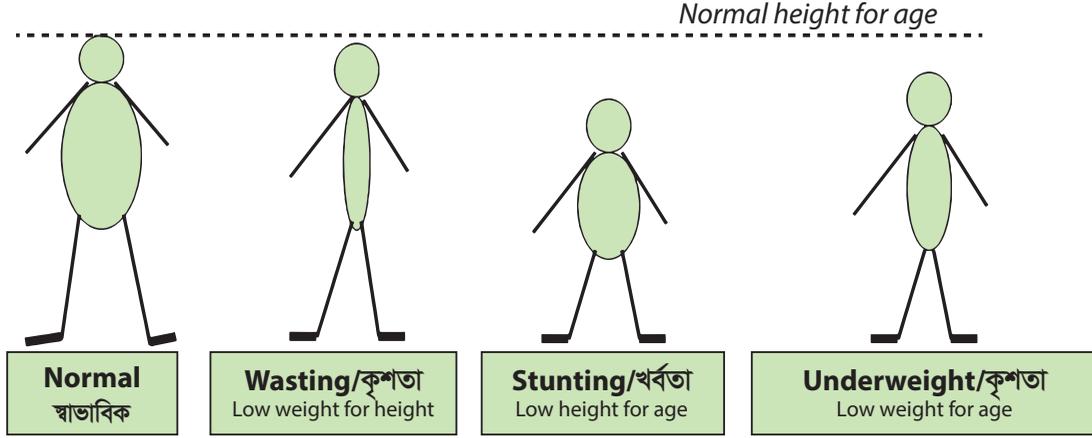
অপুষ্টির প্রকারভেদ

অপুষ্টিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়-

১. পুষ্টিহীনতা (খর্বাকৃতি, কৃশকায়তা, কম ওজন)
২. অণুপুষ্টি কণার অভাবজনিত অপুষ্টি (রক্তশূন্যতা, মেধা ও বুদ্ধিবিকাশে বাধা, রাতকানা রোগ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি)
৩. অতিপুষ্টি (ওজনাধিক্য, স্থূলতা, অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি)

১. পুষ্টিহীনতা (Undernutrition):

- **খর্বাকৃতি (Stunting):** বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম থাকলে তাকে খর্বাকৃতি বলা হয়, দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির কারণে এটি হয়ে থাকে। দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির কারণে শিশুদের স্বাভাবিক উচ্চতা তাদের বয়সের তুলনায় কম হতে পারে, যাকে বামনত্ব বা খর্বতা বলা হয়।
- **কৃশকায়তা (Wasting):** উচ্চতার তুলনায় ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম হলে তাকে কৃশকায়তা বলে। এটি শরীরে তীব্র অপুষ্টির একটি স্পষ্ট লক্ষণ।
- **কম ওজন (Underweight):** বয়সের তুলনায় ওজন কম হলে তাকে কম ওজন হিসেবে ধরা হয়। এর কারণ খর্বাকৃতি অথবা কৃশকায়তা দুটোই হতে পারে।



২. সহায়ক পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত অপুষ্টি :

এই অংশে সাধারণত শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং খাদ্যাংশের অভাবজনিত অপুষ্টির কথা বলা হয়েছে। যেমন:

- **আয়রনের অভাব:** আয়রনের অভাবজনিত অপুষ্টি রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার প্রধানতম কারণ, যেখানে লোহিত রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিনের অভাবে শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়। এর ফলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, ফ্যাকাসে ত্বক, মাথাব্যথা, দ্রুত হৃদস্পন্দন ও ঠোঁটের কোণে ঘা দেখা দিতে পারে। আয়রনের অভাব শুধু রক্তাল্পতাই নয়, শরীরের অন্যান্য কার্যকারিতার উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **আয়োডিনের অভাব:** আয়োডিনের অভাবজনিত অপুষ্টির কারণে নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন- গলগণ্ড, এটি আয়োডিনের অভাবের সবচেয়ে দৃশ্যমান লক্ষণ। এছাড়াও আয়োডিনের অভাবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাধা, খর্বকায়তা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা, স্নায়বিক সমস্যা এবং হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে।
- **ভিটামিন-এ এর অভাব:** ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত অপুষ্টিতে রাতকানা, জেরোফথালমিয়া (চোখ শুষ্ক হওয়া, কর্নিয়ার ক্ষতি), বিটোট স্পটস (চোখের সাদা অংশে দাগ), কর্নিয়াল জেরোসিস (কর্নিয়া শুকানো), কেরাটোমালাসিয়া (কর্নিয়া গলে অন্ধত্ব), কর্নিয়াল আলসার এবং ত্বকের সমস্যা হতে পারে। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায় ও শিশুদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।
- **ভিটামিন-বি এর অভাব:** ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের আটটি ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। থায়ামিনের অভাবে বেরিবেরি (হৃদ ও স্নায়ু দুর্বলতা), রাইবোফ্লাভিনের অভাবে মুখে ও ত্বকে সমস্যা এবং নিয়াসিনের অভাবে পেলেগ্রা (ত্বক, পোট ও মানসিক সমস্যা) দেখা দেয়। ফলিক অ্যাসিড ও কোবালামিনের অভাবে রক্তাল্পতা এবং অন্যান্য বি ভিটামিনের অভাবে স্নায়ু, ত্বক ও রক্ত সম্পর্কিত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের প্রতিটি ভিটামিন হজমের বিভিন্ন ধাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাই এর অভাব হজম প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
- **জিঙ্কের অভাব:** জিঙ্কের অভাবে শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ (ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া), ক্ষুধামন্দা, ত্বকের সমস্যা (ফুসকুড়ি, ক্ষত, অ্যাক্রোডার্মাইটিস), মানসিক জড়তা, অমনোযোগিতা ও বিলম্বিত বয়ঃসন্ধি দেখা দেয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে

দুর্বল রোগ প্রতিরোধ, ধীর ক্ষত নিরাময়, স্বাদ-গন্ধ হ্রাস, চুল পড়া, ত্বকের সমস্যা, রাতের বেলা কম দেখা, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ও মানসিক সমস্যা হতে পারে।

- **খাদ্যআঁশের অভাব:** খাদ্যআঁশের অভাবজনিত অপুষ্টির কারণে সরাসরি কোনো একটি নির্দিষ্ট রোগ হয় না। তবে এর অভাবে শরীরে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য, অন্ত্রের সমস্যা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ঝুলতা, কিছু প্রকার ক্যান্সার ইত্যাদি।
- **অপর্যাপ্ত পানি:** পানি অপর্যাপ্ত গ্রহণ শরীরে ডিহাইড্রেশন সৃষ্টি করে, যার ফলে মাথাব্যথা, ক্লান্তি, দুর্বলতা, মুত্রথলির প্রদাহ ও প্রস্রাবের জটিলতা দেখা দেয়। দীর্ঘমেয়াদী পানির অভাব কিডনিতে পাথর, সংক্রমণ ও দীর্ঘস্থায়ী রোগসহ হৃদয়ের সমস্যা যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য ও আলসার সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, এটি হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়, ত্বককে শুষ্ক ও স্থিতিস্থাপকতা বিবর্জিত করে, সংক্রমণের (বিশেষত মূত্রনালীর) সম্ভাবনা বাড়ায় এবং শারীরিক ও মানসিক কার্যকারিতা কমিয়ে মনোযোগ ও স্মৃতি দুর্বল করে তোলে, এমনকি রক্তচাপের সমস্যাও হতে পারে।

৩. অতিপুষ্টি (Overnutrition):

- **ওজনাধিক্য (Overweight) ও ঝুলতা (Obesity):** অতিপুষ্টি, অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য গ্রহণ, শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি জমা করে যা ধীরে ধীরে ওজনাধিক্য ও ঝুলতার কারণ হয়। এই অবস্থা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং কিছু ধরনের ক্যান্সারের মতো মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।
- **অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি:** অতিপুষ্টির কারণে সৃষ্ট ওজনাধিক্য ও ঝুলতা বর্তমানে একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ, যা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিছু ধরনের ক্যান্সার এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিসের মতো অসংক্রামক রোগের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক কার্যকলাপের অভাব এই পরিস্থিটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

অপুষ্টির মূল কারণসমূহ

খাদ্যে এক বা একাধিক উপাদানের স্বল্পতা অর্থাৎ সুশম খাদ্যের অভাবই অপুষ্টির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে বিরাজমান অপুষ্টির মূল কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. দারিদ্র
২. শিক্ষার অভাব
৩. যথাযথ পুষ্টি উপকরণ সমৃদ্ধ খাবারের অপ্রতুলতা
৪. খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের অভাব
৫. স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক সেবার অপ্রতুলতা
৬. কুসংস্কার
৭. কৃষি সংক্রমণ ইত্যাদি

অপুষ্টির প্রভাব

১. রক্তাঙ্গতা
২. খর্বাকৃতি (Stunting)
৩. কৃশকায়তা (Wasting)
৪. কম ওজন (Underweight)
৫. ওজনাধিক্য (Overweight)
৬. সহায়ক পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগ (আয়োডিন, জিঙ্ক, ফলিক এসিড, ভিটামিন ইত্যাদির অভাব)
৭. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস
৮. কার্যক্ষমতা হ্রাস



অপুষ্টির বৈশ্বিক অবস্থা:

The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 এর তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ২২.৩% খর্বাকৃতি, ৬.৮% কৃশকায় এবং ৫.৬% স্থূলকায় বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গ্রামীণ অঞ্চলে খর্বাকৃতি এবং কৃশকায়তার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দেখা যায়। ২০১২ সাল থেকে খর্বাকৃতি হ্রাসে তুলনামূলক অগ্রগতি দেখা গেলেও, ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা এখনও অর্জিত হয়নি। নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে কৃশকায়তা হ্রাস পেলেও তা ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছে। প্রধানত মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে স্থূলকায় শিশুর হার বেশি এবং এই অবস্থা ২০৩০ সালের স্থূলতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত অঞ্চলের জন্য বিরাট প্রতিবন্ধকতা। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর প্রায় অর্ধেকের জন্য দায়ী হলো অপুষ্টি, যার বেশির ভাগই ঘটে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশসমূহে। অপুষ্টির এই বৈশ্বিক বোঝা ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় এবং দেশভেদে সকল পর্যায়ে উন্নয়নমূলক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং স্বাস্থ্যগত ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

অপুষ্টি- বাংলাদেশের অবস্থা:

বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির সমস্যা প্রকট। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতা, কৃশতা, ওজনাধিক্য এবং কম ওজনের হার যথাক্রমে ২৪, ১১, ১.৫ ও ২২ শতাংশ। জাতীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট জরিপ ২০১১-১২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু ও নারী একাধিক অণুপুষ্টির ঘাটতিজনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাক-বিদ্যালয়ের প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজন ভিটামিন-এ এর ঘাটতি, ৪৪ শতাংশ শিশু জিঙ্কের ঘাটতি, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু রক্তাল্পতা এবং ৭ দশমিক ২ শতাংশ শিশু আয়রনের অভাবজনিত রক্তাল্পতায় ভুগছে। প্রজননক্ষম নারীদের (অন্তঃসত্ত্বা বা প্রসূতি নয়) মধ্যে ৪২ শতাংশ আয়োডিনের ঘাটতিতে এবং প্রায় প্রতি চারজনের একজন নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন।

অণুপুষ্টি ঘাটতি বিষয়ক মৌলিক ধারণা

অণুপুষ্টি ঘাটতি বলতে বোঝায় শরীরের সঠিক বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব। এই পদার্থগুলো শরীরে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হলেও, এদের অভাব মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। খাদ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টি কণার ঘাটতি উন্নয়নশীল বিশ্বের গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম যা প্রতিরোধযোগ্য। সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতি, supplementation এবং খাদ্য সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করা সম্ভব। বাংলাদেশে ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে ২০১১-১২ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রাক-স্থূল এবং স্থূলগামী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ঘাটতি প্রকট। প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে অন্তত: একজন শিশু ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে ভুগছে। আরো জানা যায় যে, ফোলেটের ঘাটতি ৯.১০% যা ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে ২০১৯-২০ এর পরিসংখ্যানে ২৯% এ উপনীত হয়েছে। এই সার্ভেতে দেখা যায় যে, প্রতি সাতজন নন-প্রেগনেন্ট নন-ল্যাকটেটিং নারীর মধ্যে দুইজনই ফোলেট ঘাটতিতে ভুগছে। ৭৬তম ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেসম্বলি (ডব্লিউএইচএ)-এর তথ্যমতে প্রজনন বয়সসীমার নারীদের মধ্যে ৪০% এরও বেশি নারী ফোলেটের অপ্রতুলতায় ভোগে।

অণুপুষ্টির ঘাটতিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা

খাদ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টির ঘাটতি নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে, এমনকি দেশের জনস্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় যার উপর ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। জনগত ক্রটির কারণে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে আনুমানিক ২,৪০,০০০ জন নবজাতক মারা যায়। একটি বড় জনগত ক্রটি নিয়ে জন্ম নেওয়া ১০টি শিশুর মধ্যে নয়টি শিশুই জন্ম নেয় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে (76WHA), ফোলেট ঘাটতি এর অন্যতম প্রধান কারণ। এর বাইরে ভিটামিন সি, জিঙ্ক, আয়রন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদিসহ সব ধরনের অণুপুষ্টির ঘাটতি মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, উদাহরণস্বরূপ, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি, ভিটামিন এ-এর অভাবে রাতকানা ও অন্ধত্ব; আয়রনের অভাবে রক্তাল্পতা/রক্তশূন্যতা এবং তজ্জনিত দুর্বলতা ও ক্লাস্তি ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে ফলিক অ্যাসিডের অভাব শিশুর জনগত ক্রটির কারণ হতে পারে। আর, আয়োডিনের অভাব শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশে বাধা দেয়, যা তাদের শেখার ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করে।

অণুপুষ্টির ঘাটতি দূরীকরণের উপায়

সাধারণত প্রতিদিন সব ধরনের খাদ্যোপাদানের সমন্বয়ে বয়স ও অবস্থা অনুযায়ী বৈচিত্র্যময় সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু দৈনন্দিন খাবার থেকে সব ধরনের পুষ্টি উপকরণ গ্রহণ নিশ্চিত করা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানে বসবাস করা মানুষের পক্ষে এটি আরো দুরূহ। তাই প্রয়োজন হয় বিকল্প ব্যবস্থার। এক্ষেত্রে ফুড সাপ্লিমেন্ট একটি উপায়, তবে এটিও সকলের হাতের নাগালে থাকে না। অন্য একটি বিকল্প উপায় হলো ফুড ফোর্টিফিকেশন বা খাদ্য সমৃদ্ধকরণ, যা সাশ্রয়ী, ফলপ্রসূ এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

৩.১.২ (২,৩) অণুপুষ্টি দূরীকরণে বাংলাদেশের গৃহীত উল্লেখযোগ্য নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ

নীতি ও কৌশলসমূহ:

- জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫
- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- জাতীয় প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ নীতি ২০০৭
- জাতীয় বহুখাতভিত্তিক নগর পুষ্টি কৌশল পত্র
- জাতীয় খাদ্য নীতি
- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি
- জাতীয় মৎস্য নীতি
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র
- জাতীয় নগর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র
- জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১২
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
- জাতীয় অণুপুষ্টি কণার অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র

পরিকল্পনাসমূহ:

- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫)
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা
- এসডিজি কর্মপরিকল্পনা
- জাতীয় কৃষি পরিকল্পনা (২০১৫-৩০)
- জাতীয় কৃষি বিনিয়োগ পরিকল্পনা
- জাতীয় কৃষি নীতি কাঠামো ২০১৯



জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ এবং অন্যান্য নীতিগত লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫) কতিপয় লক্ষ্য সূচক নির্ধারণ করে, যার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

Current Status of priority nutrition indicators of NPAN2 (2016-2025)

SL.	Indicators	NPAN2 Target 2025	Baseline of NPAN2 2016	Current Status	Previous status
1	Increase the initiation of breastfeeding in the first hour of birth	80%	51%	40% (BDHS 2022)	69% (BDHS 2017-18)
2	% of children (0-6m) exclusively breastfed	70%	55%	55% (BDHS 2022)	65% (BDHS 2017-18)
3	% of children (6-23 m) receiving (MAD)	40%	23%	29% (BDHS 2022)	35% (BDHS 2017-18)
4	Percentage of infants born with low birth weight (<2,500 grams)	16%	23%	23%	14.8% MICS (2019)
5	Reduce Stunting among under-5 children	25%	36%	24% (BDHS 2022)	31% (BDHS 2017-18)
6	Children under 5 years who are wasted	<8%	14%	11% (BDHS 2022)	8% (BDHS 2017-18)
7	Children under 5 years who are overweight	1.40%	1.40%	1.5% (BDHS 2022)	2.40% (MICS 2019)
**	children under age 5 are underweight	NA	33% (BDHS 2014)	22% (BDHS 2022)	22% (BDHS 2017-18)
8	% of Women 15-49 yrs. with Anaemia	<25%	42%	28.9% (NMS 2019-20)	28.9% (NMS 2019-20)
9	% of children under 5 with diarrhoea treated with ORT and Zinc	Not yet fixed	38%	43.3% (BDHS 2022)	43.60% (BDHS 2017-18)
10	% of women 15-49 yrs who are overweight or obese (BMI ≥23)	30%	24%	39% (BDHS 2014)	39% (BDHS 2014)
11	% of adolescent girls (15-19 yrs.) with height <145 cm	<8%	13%	4.51% SFNS (2022)	4.51% SFNS (2022)
12	% of adolescent girls (15-19 yrs.) thin (total thinness)	<15%	29%	18% SFNS (2022)	18% SFNS (2022)
13	% of women (20-24 yrs) who have begun childbearing	10%	31%	28% (BDHS 2017-18)	28% (BDHS 2017-18)
14	% of population that use improved drinking water	>99%	98%	98.50% (MICS 2019)	98.50% (MICS 2019)
15	% of population that use improved sanitary latrine (not shared)	75%	45%	59% (BDHS 2022)	43% (BDHS 2017-18)
16	% of caregivers with appropriate hand washing behavior	50%	27%	27% (FSNSP 2014)	27% (FSNSP 2014)

SL.	Indicators	NPAN2 Target 2025	Baseline of NPAN2 2016	Current Status	Previous status
17	Per capita consumption of fruits and vegetables	≥400g per day	Fruits: 44.7 gm Vegetables: 166.1 gm	Fruits: 95.4 gm (HIES 2022) Vegetables: 201.9 gm (HIES 2022)	Fruits: 35.78 gm Vegetables: 167.3 gm (HIES 2016)
18	% share of total dietary energy from consumption of cereals	<60%	70% (HIES 2010)	30.54% (HIES 2022)	HIES
19	% of women age 20-24 years who were first married by age 18 yrs	30%	59%	51.40% (MICS 2019)	51.40%(MICS 2019)
20	Number of Social Safety Net Programs which incorporated nutrition sensitive & nutrition specific objectives	50%	10% (assumption)	15% (assumption)	10% (assumption)
21	Number of upazilas covered under VGD program to provide nutritionally enriched fortified food	50%	Nil	189 Upajillas (WFP 2019)	189 Upajillas (WFP 2019)
22	% of children (36-59 m) who are attending an early childhood education program	30%	13%	18.90%(MICS 2019)	18.90%(MICS 2019)
23	% of women who completed secondary/higher education	90%	14%	32% (BDHS 2022)	17% (BDHS 2017-18)
24	Number of ongoing comprehensive coordinated multisectoral, multichannel advocacy and communications campaign	10	NA	NA	
25	Change in per capita consumption of:				
	i. salt	i. <5 gm/person/day (WHO)	i. Salt: not available	i. Salt: 25.37 gm/person/day (HIES 2022)	i. Salt: not Available
	ii. sugar consumption	ii. <10% of total energy intake	ii. Sugar: 7.4 (gm/capita / day)	ii. Sugar: 11.64 (gm/capita / day) (HIES 2022)	ii. Sugar: 6.9 (gm/capita / day) (HIES 2016)

অধিবেশন ২

অপুষ্টি নিরসনে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি এবং তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিসমূহ

৩.২ অধিবেশন ২

৩.২.১ উদ্দেশ্য:

- ১) এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা, ৭৬তম ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেম্বলির রিজোলিউশন এবং নিউট্রিশন ফর গ্রোথ (N4G) সম্পর্কে আলোচনা
- ২) অপুষ্টি দূরীকরণে বাংলাদেশের কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা

৩.২.২ পাঠ পরিকল্পনা

সময়: ৪০ মিনিট

ক্রম	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি	সময়
১	অপুষ্টি নিরসনে এসডিজি, ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেম্বলি, UNFSS-2021 এবং N4G-এর লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রতিশ্রুতিসমূহ	প্রেজেন্টেশন	২০ মিনিট
২	প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা	প্রেজেন্টেশন	২০ মিনিট

৩.২.২ (১) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে বাংলাদেশও বদ্ধপরিকর। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করার লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা তথা জনগণের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নারী, পুরুষ ও শিশুসহ সকল বয়সের জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন পুষ্টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো- ‘দারিদ্র নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও উন্নত পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং টেকসই কৃষি এগিয়ে নেয়া’, যেখানে ২০২৫ সাল নাগাদ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতা ও কৃশতাসহ সব ধরনের অপুষ্টি দূরীকরণ এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সহমতে পৌঁছানোর জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এসডিজি এর ২ নম্বর লক্ষ্য পুষ্টির উন্নয়নকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়। পুষ্টি খাতের উন্নয়ন এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা এবং জলবায়ু সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলোর জন্য।

ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেম্বলির রেজোলিউশন

ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেম্বলিতে “নিরাপদ এবং কার্যকর খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি প্রতিরোধ এবং ঘাটতিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন- স্পাইনা বিফিডা এবং অন্যান্য নিউরাল টিউব ড্রুপি নিরসন” বিষয়ে রেজোলিউশন গৃহীত হয়েছে। এসেম্বলিতে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিবর্গ এই রেজোলিউশনকে সমর্থন করে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অপুষ্টির বিধ্বংসী বৈশ্বিক সংকটের অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন, বাংলাদেশও এই রেজোলিউশনের সমর্থনে স্বাক্ষর করে। রেজোলিউশনটি সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস এবং/অথবা পরিপূরকসহ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এবং অর্থায়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া জোরদার করার বিষয়ে আহ্বান জানায়।

United Nations Food Systems Summit (UNFSS) 2021

UNFSS 2021 একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্বব্যাপী আয়োজন ছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের নিমিত্তে বিশ্বজুড়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার রূপান্তরকে দ্রুততর করা। এটি খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত প্রণালীকে আরও টেকসই, স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্যসঙ্গত করার সুযোগ তৈরি করে। বিভিন্ন পক্ষকে একত্র করে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও জীবিকা বিষয়ক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাঁচটি কর্মধারার মাধ্যমে ক্ষুধা ও অপুষ্টির অবসান, টেকসই কৃষি, ন্যায্য জীবিকা, স্থিতিশীল খাদ্য ব্যবস্থা এবং বাস্তুবায়নের উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর ফলস্বরূপ, খাদ্য ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনে বিভিন্ন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অঙ্গীকার গৃহীত হয়, যা ২০৩০ সালের কর্মসূচি অর্জনে সহায়ক।

নিউট্রিশন ফর গ্রোথ (N4G) সম্মেলন ২০২৫

“নিউট্রিশন ফর গ্রোথ” একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ, যার মূল লক্ষ্য হলো নারী ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি দূর করা এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা। এই উদ্যোগে বিভিন্ন দেশ, সংস্থা এবং ব্যক্তি একত্রিত হয়ে নারী ও শিশুদের পুষ্টির উন্নতির জন্য কাজ করছে। এর মাধ্যমে, শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি খাবার সরবরাহ করা, স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা এবং পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে, শিশুদের সুস্থ জীবনযাপন এবং উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে যাত্রা শুরু করে “Nutrition for Growth (N4G)” Summit, যা বৈশ্বিক পুষ্টি বিষয়ক প্রধান আন্তর্জাতিক সম্মেলন। অলিম্পিক এবং প্যারা অলিম্পিক গেমসের আয়োজক দেশ প্রতি চার বছর অন্তর এই সম্মেলন আয়োজন করে। N4G বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং অন্যান্যদের একত্রিত করে, যাতে উন্নয়ন কর্মসূচির একটি মূল উপাদান হিসেবে পুষ্টির গুরুত্ব বাড়ানো যায় এবং অপুষ্টির মোকাবেলায় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা যায়। N4G সামিট পুষ্টি উন্নয়ন এবং এই খাতের সাফল্য ও সমাধানের জন্য অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে এবং “Nutrition for Growth” এবং “Nutrition for Good!” এর জন্য প্রতিশ্রুতি তৈরি করার একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।



এই সম্মেলন থেকে গৃহীত বাংলাদেশের বৃহৎ পরিসরের খাদ্য পুষ্টি সমৃদ্ধকরণ (LSFF) বিষয়ক অঙ্গীকার:

- ২০৩০ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ লবণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত করা হবে।
- ফোলেটের অভাব মোকাবিলায় লবণে দ্বৈত পুষ্টি সমৃদ্ধকরণ (আয়োডিন + ফোলেট) যোগ করা হবে।
- ২০২২ সালের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ ভোজ্য তেল প্যাকেটজাত তেলে রূপান্তরিত করা হবে।
- বাধ্যতামূলকভাবে আটা-ময়দা পুষ্টি সমৃদ্ধকরণ: আটা-ময়দায় পুষ্টি সমৃদ্ধকরণে বিদ্যমান সট্যাভার্ড সংশোধন করে mandatory বা আবশ্যিক রূপান্তর করবে; ২০৩০ সালের মধ্যে সকল বৃহৎ আটা-ময়দা উৎপাদনকারী শিল্প কারখানা পুষ্টি সমৃদ্ধ আটা-ময়দা উৎপাদন ও বাজারজাত করবে এবং তা বিদ্যালয়ের খাদ্য কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.২.৩ অপুষ্টি নিরসনে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি, গৃহীত পদক্ষেপ এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা:

প্রতিশ্রুতিসমূহ:

বাংলাদেশ অপুষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। তদুপরি উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতিসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

◆ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০:

- এসডিজির ২য় লক্ষ্যমাত্রা হলো- দারিদ্র দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব, এর মাধ্যমে সকল প্রকার অপুষ্টি হ্রাস, টেকসই কৃষি। বাংলাদেশ এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

◆ ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেম্বলি:

২০২৫ নাগাদ অর্জনের লক্ষ্যে কতিপয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করেছে। যেমন-

- ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুদের খর্বতা ৪০% কমানো
- প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন নারীদের রক্ত স্বল্পতার হার ৫০% কমানো
- কম ওজনের শিশু জন্মানোর হার ৩০% কমানো
- শিশুদের ওজনাধিক্য শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
- Exclusive breast feeding: ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো অন্তত ৫০% তে উন্নীত করা
- শিশুদের কৃশকায়তা ৫% এর নিচে নামানো

◆ Nutrition for Growth - N4G Paris Summit 2025:

- ২০৩০ সালের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন নারীদের রক্ত স্বল্পতার হার ২৫% এ নামিয়ে আনা
- ২০২৭ সালের মধ্যে পুষ্টি এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ৫০% বাড়ানো
- ২০২৭ সালের মধ্যে একটি comprehensive and gender responsive national food environment strategy প্রস্তুত করা
- Moderate or severe food insecurity 24.2% এ কমিয়ে আনা
- ২০২৭ সালের মধ্যে Nutrition sensitivity of the emergency response system বৃদ্ধি করা

- Multi sectoral nutrition information system and nutrition surveillance 2027 সালের মধ্যে স্থাপন করা
- ২০২৭ সালের মধ্যে Multisectoral financial budget tracking প্রতিষ্ঠানিকীকরণ করা
- ২০২৬ সালের মধ্যে পুষ্টি কৌশল এবং কর্মসূচীতে লিঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য নির্দেশিকা তৈরি।

৩.২.২ (২) বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার অপুষ্টি নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ◆ **বহু-খাতভিত্তিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (NPAN2):** বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ ২২টি মন্ত্রণালয় NPAN-2 বাস্তবায়নে কাজ করেছে।
- ◆ **কমিউনিটি পুষ্টি সেবা:** দেশব্যাপী কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি সেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শিশু ও মায়ের পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ, ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ, কৃমিনাশক কার্যক্রম এবং তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা।
- ◆ **Food fortification:** অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আবশ্যিক (Mandatory) এবং ভলান্টারি- এই দুই ধরনের খাদ্য সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি দেশে প্রচলিত রয়েছে। লবণ, চাল, ভোজ্য তেল এবং আটা ভিটামিন ও খনিজ লবণ সহযোগে পুষ্টি সমৃদ্ধকরণ করা হচ্ছে।
- ◆ **Social SafetyNet Program:** খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও Vulnerable Women Benefit Program এর মতো Social SafetyNet Program এর আওতায় পুষ্টিকর খাবার বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ◆ **আয়রন ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেটেশন:** গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং কিশোরীদের মধ্যে আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে।
- ◆ **পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) কার্যক্রম:**

বাংলাদেশে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) কার্যক্রমের অগ্রগতিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- জাতীয় ওয়াশ কৌশল প্রণয়ন
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ওয়াশকে অগ্রাধিকার দেওয়া
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা তৈরি করা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ, ওয়াশ কমিটি গঠন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং নিয়মিত সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। “সবার জন্য স্যানিটেশন”, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং আইসিটি ব্যবহার এই কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ। এছাড়া, বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা ওয়াশ খাতের উন্নয়নে সহায়ক। এসব বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে ওয়াশ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি।

- ◆ **যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধি:** পুষ্টি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
- ◆ **জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি:** স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টি কার্যক্রমের সমন্বয় ও বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ◆ **ফাইন্যান্সিয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেম ফর নিউট্রিশন (FTS4N):** পুষ্টি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এই সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে।



- ◆ Nutrition Surveillance system
- ◆ SUN Movement

অগ্রগতি পর্যালোচনা:

বাংলাদেশ অপুষ্টির হার কমাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় এর প্রতিফলন দেখা যায়:

- ◆ **Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2022** অনুযায়ী-
 - শিশুদের খর্বতার হার ২৪% এ নেমে এসেছে, যা ২০১৭-১৮ সালে ছিলো ৩১%
 - শিশুদের কৃশতা: একই সময়ে কৃশতার হার ১৪% থেকে ১১%-এ নেমে এসেছে।
 - কম ওজন: শিশুদের মধ্যে কম ওজনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ২২% এ নেমে এসেছে, যা BDHS 2014 সালের তথ্য অনুযায়ী ৩৩% ছিলো।
- ◆ ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য ডায়েট (Minimum Acceptable Diet -MAD) ও ন্যূনতম খাদ্য বৈচিত্র্য (Minimum Dietary Diversity - MDD): শিশুদের মধ্যে এই দুইটি সূচকের উন্নতি হয়েছে।
- ◆ নারীদের অপুষ্টি: প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে underweight-এর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে এখনও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান:

- ◆ অপুষ্টির আঞ্চলিক বৈষম্য: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অপুষ্টির হারে এখনও পার্থক্য বিদ্যমান।
- ◆ শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী: শহুরে বস্তি ও নিম্ন আয়ের এলাকায় অপুষ্টির হার তুলনামূলকভাবে বেশি।
- ◆ কিশোরী ও মায়াদের অপুষ্টি: কিশোরী ও প্রসূতি মায়াদের মধ্যে রক্তাঙ্গতা এবং অন্যান্য অপুষ্টির সমস্যা এখনও উদ্বেগের কারণ। সেই সাথে প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে overweight এবং obesity বেড়ে ৩৯% হয়েছে (BDHS 2022), যা পূর্বে ২৪% (BDHS 2014) ছিলো।
- ◆ খাদ্য নিরাপত্তা ও গুণগতমান: সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান এবং গুণমান নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ।
- ◆ বহু-খাতভিত্তিক সমন্বয়: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন।
- ◆ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ: খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের উপর এর বিরূপ প্রভাব অপুষ্টির ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
- ◆ পুষ্টিতে বিনিয়োগ ও সচেতনতা: পুষ্টি খাতে এখনো চাহিদা অনুযায়ী বিনিয়োগ ও সচেতনতার অভাব রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ অপুষ্টি নিরসনে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও অর্জিত হয়েছে। তবে এসডিজি ২০৩০ এবং অন্যান্য জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আরও সমন্বিত ও জোরদার পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এবং অপুষ্টির আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অধিবেশন ৩

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ

৩.৩ অধিবেশন ৩

৩.৩.১ উদ্দেশ্য:

- ১) খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ে মৌলিক ধারণা প্রদান
- ২) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণের ভূমিকা সম্পর্কে জানানো
- ৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক প্রতিশ্রুতি ও অনুশীলন সম্পর্কে আলোকপাত করা
- ৪) খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান

৩.৩.২ পাঠ পরিকল্পনা

সময়: ৫০ মিনিট

ক্রম	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি	সময়
১	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম বিষয়ক এজেন্ডা	প্রেজেন্টেশন	২০ মিনিট
২	বিদ্যমান আইন ও বিধির আলোকে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ভূমিকা	প্রেজেন্টেশন	১৫ মিনিট
৩	খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়	প্রেজেন্টেশন	১৫ মিনিট

৩.৩.৩ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা উৎপাদনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মূল খাদ্যের সাথে সুনির্দিষ্ট অনুপাতে ভিটামিন ও খনিজ উপকরণ মিশ্রিত করা যার উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের ভোজ্য উপাদানের পুষ্টির মান উন্নত করা। এক্ষেত্রে দেশ বা অঞ্চলভেদে বহুল ব্যবহৃত ভোজ্য উপকরণ প্রয়োজনীয় অণুপুষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধকরণ করা হয় এবং জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

৩.৩.৪ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের পথযাত্রা

১৮৩১ সালে প্রথম খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সম্ভব হয়। ঐ সময় গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসার জন্য খাদ্যে আয়োডিনের অভাব মেটানোর লক্ষ্যে লবণের সাথে আয়োডিন মিশানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই ধারাবাহিকতায় পরবর্তিতে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে বিভিন্ন দেশ-কাল এবং ভোক্তা বিবেচনায় মূল খাদ্যোপাদানের সাথে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংযোজন করে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রাতকানা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯১৭ সালে ডেনমার্ক এবং ১৯৪০ সালে যুক্তরাজ্যে মার্জারিনের (margarine) সঙ্গে ভিটামিন 'এ' মিশিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। একইভাবে গম ভাজানো এবং মিহিকরণের সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া পুষ্টিমান পুনরুদ্ধারের জন্য থায়ামিন, নিকোটিনিক এসিড এবং লৌহজাতীয় পুষ্টি উপাদান সাদা ময়দা এবং সাদা রুটির সঙ্গে যোগ করা শুরু হয়। ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণের জন্য রুটিতে ক্যালসিয়ামও যোগ করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে গলগণ্ড (goiter) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়া একটি রোগ যা বুদ্ধির স্বল্পতা এবং শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থতা তৈরি করে। বাংলাদেশ সরকার লবণের সঙ্গে আয়োডিন মেশানোর একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং আইন ও বিধিমালা তৈরি করে এর যথাযথ বাস্তবায়ন বলবৎ করা হয়েছে। এ আইনে ৪৫-৫০ পিপিএম পটাশিয়াম আয়োডাইড (KIO₃) লবণের সঙ্গে মেশানোর কথা বলা হয়েছে যাতে ভোক্তাদের কাছে যাওয়া পর্যন্ত লবণে আয়োডিনের পরিমাণ ১৫-২০ পিপিএম অবশিষ্ট থাকে। ভিটামিন 'এ'-র অভাব জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আর একটি বড় সমস্যা। দেশে প্রতি বছর প্রায় ১,০০,০০০ শিশু জিরোফথালমিয়া (Xerophthalmia) রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৩০,০০০ শিশু অন্ধ হয়ে যায়। ভিটামিন 'এ'-র অভাব মেটানোর জন্য সরকারিভাবে প্রতি ছয় মাস অন্তর অনধিক পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের মাঝে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। তথাপি, বাংলাদেশে ২০১১-১২ এ পরিচালিত “ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে” এর তথ্য অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মাঝে ভিটামিন 'এ'-এর অভাব রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালু হয় এবং আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন জোরদার করা হয়।

৩.৩.৫ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা

সুস্বাস্থ্যের জন্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সব ধরনের খাদ্য উপাদানের উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বৈচিত্রপূর্ণ সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাভাবিক খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে। তবে বয়স, অবস্থান ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেশির ভাগ মানুষই দৈনন্দিন চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে পারে না। ফলে খাদ্য গ্রহণ করে ক্ষুধা নিবারণ হলেও প্রচলিত ক্ষুধার কবলে পড়ে বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুষ্টি ঘাটতির সূচনা হয় যা দিন দিন অপুষ্টির দিকে ধাবিত করে এবং অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা প্রকট হয়ে উঠে। এই ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে যা দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম এই ধরনের স্বাস্থ্য সংকট নিরসনে ভূমিকা পালন করে। বহুল ব্যবহৃত ভোজ্য পণ্যের পুষ্টিগুণ পুনরুদ্ধার, সংযোজন, সমৃদ্ধকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতি সামগ্রিকভাবে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বা Food Fortification নামে পরিচিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে ভোক্তার প্রয়োজন অনুযায়ী একটি অঞ্চলের মানুষের বহুল ব্যবহৃত ভোজ্য পণ্যে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোন অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপকরণ (ভিটামিন ও খনিজ উপাদান) সংযোজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করাকে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বা Food Fortification বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যের প্রকৃতি যেমন- স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হয় না।

৩.৩.৬ বিশ্বব্যাপী খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গত প্রায় ৪০ বছর ধরে অপুষ্টিজনিত ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ফুড ফোর্টিফিকেশন বা খাদ্য সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি চালু আছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৩টি দেশে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম প্রচলিত আছে। National Library of Medicine এ প্রকাশিত Folic Acid Food Fortification - Its History, Effect, Concerns, and Future Direction শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্যমতে বর্তমানে Mandatory Fortification Regulations এর আওতায় বিশ্বের ৫৩টি দেশে আটা-ময়দায় ফলিক এসিড সমৃদ্ধকরণ করা হচ্ছে। এবং কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কোস্টারিকা, চিলি, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলে খাদ্যে ফলিক এসিড সমৃদ্ধকরণ উদ্যোগের কারণে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট হ্রাস পেয়েছে (১৯%-৫৫%)। Global Fortification Data Exchange (GFDX) এর ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ১৪২টি দেশে কমপক্ষে একটি খাদ্যে বাধ্যতামূলক সমৃদ্ধকরণ রয়েছে। ২০১৯ সালে, ১৬১টি দেশে কমপক্ষে একটি খাদ্যে ম্যাগনেটরি বা ভলান্টারি খাদ্য সমৃদ্ধকরণের জন্য আইন ছিল।

৩.৩.৭ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২৫) ও Food Fortification

পুষ্টির উন্নয়নের জন্য বায়ো ফোর্টিফিকেশন কৃষি ও খাদ্যভিত্তিক উদ্যোগ বৃদ্ধিতে পরিপূরক কৌশলগুলোর মধ্যে অন্যতম ও অবিচ্ছেদ্য উপকরণ হতে যাচ্ছে। বায়োফোর্টিফিকেশন ছাড়াও গৃহস্থালী ভিত্তিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোর্টিফিকেশনের মাধ্যমে খাদ্যে প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যুক্ত করে খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিকে বেগবান করতে পারে। উল্লেখ্য, জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ এর ধারা ৬ এর কৌশল সমূহের ৬.২.৮ এ খাদ্য 'সমৃদ্ধকরণ' (fortification) কার্যক্রম হাতে নেওয়া এবং এর ব্যবহার ও পরিধি বৃদ্ধি করা, উদাহরণ স্বরূপ- ভোজ্য লবণে আয়োডিন, ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ এবং শিশুদের জন্য বাড়িতে তৈরি প্রধান খাদ্য বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ এর আলোকে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫) অনুমোদিত হয়েছে এবং এতে খাদ্য সমৃদ্ধকরণে দায়বদ্ধ সংস্থা (বিএনএনসি) ও মন্ত্রণালয়ের উল্লেখপূর্বক খাদ্যে অণুপুষ্টিকণা (যেমন- লবণে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন এবং ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ) সমৃদ্ধকরণে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২য় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক সম্ভাব্য কার্যক্রমসমূহ

১. লবণে আয়োডিন যুক্ত করা ও ভোজ্য তেলে ভিটামিন সমৃদ্ধকরণ ও মান নিশ্চিত করা
২. নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচির খাদ্য বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ খাবার Fortified যুক্ত করা এবং বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ
৩. জৈব সমৃদ্ধকরণের মতো সম্ভাব্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণ শনাক্ত করতে গবেষণা পরিচালনা
৪. স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব দেখার জন্য মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা/গবেষণা জোরদার করা
৫. BSCIC- এর মাধ্যমে অপরিশোধিত লবণের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং অপরিশোধিত লবণের মান নিয়ন্ত্রণ
৬. সকল লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে মান যাচাই পরীক্ষাগার চালু
৭. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানো (যেমনঃ BSCIC, IPHN, BSTI, IPH, DG-Food, DWA ইত্যাদি)
৮. দ্রব্যমূল্যে ভোক্তাদের সামর্থ্যের মধ্যে রাখতে বাজার পরিস্থিতি যাচাই অভিযান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড চালু করা

৩.৩.৮ বাংলাদেশে চলমান খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে বর্তমানে ভোজ্য লবণ, ভোজ্য তেল এবং চালে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধকরণ করা হচ্ছে। ১৯৮৯ সাল থেকে লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম শুরু হয়ে তা চলমান রয়েছে। এটি গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধে দৃষ্টান্তমূলক ফলাফল বয়ে এনেছে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি সফল কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশে ভোজ্যতেলে আবশ্যিকভাবে (mandatory) ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম শুরু হয়। এটি রাতকানা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া ২০১৩ সালে ভাতের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চালের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ৬টি অণুপুষ্টি (জিঙ্ক, আয়রন, ফলিক এসিড, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১২ এবং বি১) সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে, যা পুষ্টি চাল হিসেবে পরিচিত। ভলান্টারি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সমৃদ্ধ করা এই পুষ্টি চাল



সরকারের সোশ্যাল সেফটিনেটের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে সীমিত আকারে বিতরণ করা হচ্ছে। দেশে ভোজ্য লবণ ও ভোজ্য তেল সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নে আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে ভলান্টারি পর্যায়ে বায়ো ফার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ায় ধানে জিঙ্ক সমৃদ্ধকরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশে ভলান্টারি পর্যায়ে আটা সমৃদ্ধকরণের যাত্রা শুরু হয়েছে।

৩.৩.৯ বাংলাদেশে বিদ্যমান খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক আইন ও বিধিমালা

- (১) আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন- ২০২১
- (২) আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা- ২০২৪
- (৩) ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩
- (৪) ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০২৪

৩.৩.১০ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ও তা থেকে উত্তোরণের উপায়

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ অপুষ্টি কমাতে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হওয়া সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা ও বাজার সুবিধা কম থাকায় তারা প্রায়শই খাদ্য সমৃদ্ধকরণের সুফল ভোগ করতে পারে না। আরেকভাবে দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানাবিধ পুষ্টির অভাব থাকে। তাই যেকোন মূল খাদ্যে একটি বা দুটি সহায়ক পুষ্টি উপাদান যোগ করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ, ব্যয়, মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির অভাব, ভোক্তার অসচেতনতা ও অগ্রহণযোগ্যতা, পুষ্টি উপাদানের কম জৈব উপলভ্যতা, অপরিষ্কৃত প্রবিধান এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের অভাব খাদ্য সমৃদ্ধকরণের কার্যকারিতাকে সীমিত করে। তথাপি অপুষ্টি মোকাবিলায় এটিকে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করে বাস্তবায়ন করা উচিত। এই সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি, উৎপাদকদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ, শক্তিশালী মান নিয়ন্ত্রণ, আধুনিক আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং আর্থিক প্রণোদনা অপরিহার্য। গবেষণা ও উন্নয়ন, পচনশীল পণ্যের জন্য বিশেষ উদ্যোগ, সমন্বিত পুষ্টি কার্যক্রম এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এই কার্যক্রমকে আরও সফল করতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা ও সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

অধিবেশন ৪

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কর্মপরিকল্পনায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ

৩.৪ অধিবেশন ৪

৩.৪.১ উদ্দেশ্য:

- ১) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা গ্রহণকারীদের কাছে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ এবং এর সুফল সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণের তাগিদ দেয়া
- ২) জেলা উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি প্রতিবেদনে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্ত করায় অনুপ্রাণিত করা
- ৩) জেলা উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির পরিকল্পনায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্তকরণে উৎসাহ প্রদান

৩.৪.২ পাঠ পরিকল্পনা

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

ক্রম	বিষয়বস্তু	পদ্ধতি	সময়
১	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক সম্ভাব্য কার্যক্রম	প্রেজেন্টেশন	১০ মিনিট
২	নমুনা পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা তৈরি	গ্রুপ ওয়ার্ক	৪০ মিনিট
৩	নমুনা পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন	প্রেজেন্টেশন	৩০ মিনিট
৪	আলোচনা	গ্রুপ প্রেজেন্টেশন	১০ মিনিট

৩.৪.৩ জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য হলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি কর্মকাণ্ডের সম্মিলিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পুষ্টির বহুখাত ভিত্তিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই কমিটিতে পুষ্টি সম্পর্কিত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কমিটিতে স্থানীয় পুষ্টি উন্নয়নের সমস্যা ও বাধা চিহ্নিত করবে এবং সেই অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সার্বিক পুষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

ইতোমধ্যে অধিকাংশ কমিটি সভার আয়োজন করে আসছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি) অধিকাংশ জেলায় পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজনে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করেছে। কমিটিগুলোর অন্যতম দায়িত্ব সভার অগ্রগতি ইমেইলের মাধ্যমে বিএনএনসি কে অবহিত করা।

[জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গঠন: পরিশিষ্ট ২]

৩.৪.৪ স্থানীয় পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (এমএমএনপি কে ভিত্তি ধরে)

পুষ্টি প্যাকেজ (এম এম এন পি) কে ভিত্তি ধরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ হয়ে আসছে। বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজে ৯টি মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্থ বিভাগ সমূহের ২৪০ টি বহুক্ষেত্রীয় পুষ্টি কার্যক্রম এবং ২৫ টি নির্দেশক/সূচক (Indicator) অন্তর্ভুক্ত। বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজ এর সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকরী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা। জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি এই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কার্য সম্পাদন করে থাকে। জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি নির্দিষ্ট সূচক/ নির্দেশক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ বরাবর প্রেরণ করে। তথ্য প্রেরণ সহজ করার জন্য একটি অনলাইন ভিত্তিক কার্যকর পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এই তথ্য দিয়ে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে।

অতএব, স্থানীয় পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ছকেই খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম সন্নিবেশিত করতে হবে। নিম্নে পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ছক দেওয়া হলো।

স্থানীয় পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত হক (এমএমএনপি কে ভিত্তি ধরে)

জেলা/উপজেলাঃ

মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের নামঃ

অর্থ বছরঃ

জাতীয় পুষ্টি নীতিমালা-২০১১ (১)	পাঠিকার ভিত্তিক সূচক (২)	প্রধান কার্যক্রম (৩)	উপ- কার্যক্রম (৪)	কর্মসম্পাদন কর্মসূচী (৫)	অবস্থা (৬)		প্রাক্কলিত বাজেট/ খরচ (৭)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (৮)				প্রধানদায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা (৯)	সহায়ক মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা	মন্তব্য
					২০২৪-২৫ লক্ষ্যমাত্রা (Target) (গ)	২০২৪-২৫ বাস্তবায়ন (Baseline) (ঘ)		২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট (শ্রয় টাক) (ক)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট (শ্রয় টাক) (খ)	২৫ লক্ষ্যমাত্রা (ক)	২৫ লক্ষ্যমাত্রা (খ)			
					গণপ/বহিদি	উপাত্ত (Source) (ঘ)								
					গোপনীয়	গোপনীয়								

* বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা হকের বিভিন্ন কলাম পূরণ করার জন্য গাইডলাইন দেখুন: পরিশিষ্ট -৩

৪.০ সংযুক্তি:

১. খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সম্পর্কিত আইন, ও নীতিমালা

- আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (সংক্ষিপ্ত)
- আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা ২০২৪ (সংক্ষিপ্ত)
- তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫ (সংক্ষিপ্ত)
- তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ (সংক্ষিপ্ত)

২. ফুড ফোর্টিফিকেশন বিষয়ক টিওটি তে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (ডিএনসিসি) হতে অংশগ্রহণকারীদের সম্ভাব্য তালিকা

৩. বার্ষিক পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা (খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক নমুনা)

৫.০ তথ্যের উৎস:

- খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সহায়িকা ২০১৫ (জাতীয় পুষ্টি সেবা)
- সমন্বিত দক্ষতামুখী পুষ্টি প্রশিক্ষণ (জাতীয় পুষ্টি সেবা)
- ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (বারটান)
- জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ: মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি (জাতীয় পুষ্টি সেবা)
- বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস ২০২২)
- Second National Plan of Action for Nutrition (NPAN2)
- National Nutrition Policy (NNP 2015)
- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা (বি এন এন সি)
- Global Fortification Data Exchange (GFDX)
- World Health Organization (WHO)

৬.০ পরিশিষ্টসমূহ

৬.১ পরিশিষ্ট ১

প্রশিক্ষণ মডিউল

জেলা উপজেলা পর্যায়ে “প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (Training of the Trainers- ToT)” কর্মসূচী

সময়: সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা

সময়	বিবরণ	প্রশিক্ষণ সহায়ক (ফ্যাসিলিটের)
০৯:০০- ০৯:৩০	রেজিস্ট্রেশন এবং আসন গ্রহণ	
০৯:৩০- ১০:৩০	অধিবেশন ০১: প্রশিক্ষণের সূচনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি	
১১:০০-১১:৪০	অধিবেশন ০২: অপুষ্টি নিরসনে বৈশ্বিক এজেন্ডা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিসমূহ	
১১:৪০-১২:৩০	অধিবেশন ০৩: খাদ্য সমৃদ্ধকরণ	
১২:৩০-১৪:০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন বিরতি	
১৪:০০-১৫:৩০	অধিবেশন ০৪: জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কর্মপরিকল্পনায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্তকরণ	
১৫:৩০-১৬:০০	সমাপনী পর্ব ও আপ্যায়ন	



৬.২ পরিশিষ্ট ২

জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গঠন:

জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (ডিএনসিসি)

১	উপদেষ্টা	জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
২	সভাপতি	জেলা প্রশাসক
৩	সদস্য	পৌর মেয়র, সদর- প্রতিনিধি
৪	সদস্য	উপপরিচালক- স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫	সদস্য	উপপরিচালক- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬	সদস্য	উপপরিচালক- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৭	সদস্য	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
৮	সদস্য	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
৯	সদস্য	জেলা তথ্য কর্মকর্তা
১০	সদস্য	জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা
১১	সদস্য	জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা
১২	সদস্য	উপপরিচালক- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩	সদস্য	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
১৪	সদস্য	নির্বাহী প্রকৌশলী- ডিপিএইচই
১৫	সদস্য	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা- মাধ্যমিক শিক্ষা
১৬	সদস্য	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা- প্রাথমিক শিক্ষা
১৭	সদস্য	জেলা পরিষদ প্রতিনিধি
১৮	সদস্য	জেলা সমবায় কর্মকর্তা
১৯	সদস্য	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
২০	সদস্য	উপপরিচালক- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
২১	সদস্য	ইউএনসিসি সদস্য সচিব/ প্রতিনিধি
২২	সদস্য	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ পুষ্টি বিশেষায়িত সংস্থা/ গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধি
২৩	সদস্য	সান সিএসএ প্রতিনিধি- ২ জন (সিএস মনোনীত)
২৪	সদস্য	স্থানীয় সাংবাদিক- ২ জন (ডিসি মনোনীত)
২৫	সদস্য	স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধি- ২ জন (সিএস মনোনীত)
২৬	সদস্য সচিব	সিভিল সার্জন

উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (ইউএনসিসি)

১	উপদেষ্টা	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
২	সভাপতি	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
৩	সদস্য	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (নারী)
৪	সদস্য	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ)
৫	সদস্য	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)
৬	সদস্য	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
৭	সদস্য	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৮	সদস্য	উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
৯	সদস্য	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা
১০	সদস্য	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
১১	সদস্য	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
১২	সদস্য	উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা
১৩	সদস্য	উপসহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪	সদস্য	স্কুল/ কলেজ শিক্ষক প্রতিনিধি- ২ জন (ইউএইচএফপিও কর্তৃক মনোনীত)
১৫	সদস্য	স্থানীয় সাংবাদিক- ৩ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)
১৬	সদস্য	প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/বেসরকারি সংস্থা (NGO)- ৩ জন (ইউএইচএফপিও কর্তৃক মনোনীত)
১৭	সদস্য	প্রতিনিধি, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ
১৮	সদস্য সচিব	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

- প্রতিনিধি: বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিউশন (বিএসটিআই)
- প্রতিনিধি: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
- প্রতিনিধি: জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
- প্রতিনিধি: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন



৬.৩ পরিশিষ্ট ৩

বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ছকের বিভিন্ন কলাম পূরণ করার জন্য গাইডলাইন

কলাম	ব্যাখ্যা	
(১) পুষ্টিনীতির কৌশল # ও উপ-কৌশল #	১০ বছরের পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট “কৌশল” এবং “উপ-কৌশল” নম্বর এই কলামে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য, এই “কৌশল” এবং “উপ-কৌশল” নম্বর দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)-র সমন্বিত কর্মকৌশল ছক থেকে নেয়া হয়েছে।	
(২) দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রধান কার্যক্রম	অনুমোদিত/স্বাক্ষরিত ১০ বছরের পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম এই কলামে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য, এই “প্রধান কার্যক্রম” সমূহ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)-র সমন্বিত কর্মকৌশল ছক থেকে নেয়া হয়েছে।	
(৩) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পভিত্তিক উপ-কার্যক্রম	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য আপনার মন্ত্রণালয়ের ১০ বছরের অনুমোদিত/স্বাক্ষরিত পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাটি গাইড/রেফারেন্স ডকুমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পভিত্তিক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য অগ্রাধিকারভুক্ত ও বাস্তবায়নযোগ্য উপ-কার্যক্রমসমূহ দ্বারা এই কলামটি পূরণ করতে হবে।	
ক) সূচক (৪)	(ক) কর্মসম্পাদন সূচক	২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য অগ্রাধিকারভুক্ত ও বাস্তবায়নযোগ্য উপ-কার্যক্রমসমূহ অনুসারে/ সংশ্লিষ্ট পরিমাপযোগ্য সূচক এই কলামে উল্লেখ করতে হবে।
	(খ) ভিত্তি (Baseline)	৪ (ক) কলামে উল্লেখিত উপ-কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট পরিমাপযোগ্য সূচকের বিপরীতে পূর্ববর্তী বছর (২০২১-২২)-এ বা সর্বশেষ প্রাপ্য তথ্য কোন বছরের তা সহ এখানে উল্লেখ করতে হবে।
	(গ) ২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (Target) i) জনসংখ্যা ভিত্তিক/ অন্যান্য ii) ভৌগলিক সীমা	৪ (ক) কলামে উল্লেখিত সূচকের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে র) জনসংখ্যা ভিত্তিক/ অন্যান্য (যেমন- কতজন সুবিধাভোগী, ট্রেনিং এর সেশন সংখ্যা ইত্যাদি) এবং রর) ভৌগলিক সীমাভিত্তিক (যেমন- সারা দেশ, কার্যক্রমের আওতায় জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন সংখ্যা ইত্যাদি) লক্ষ্যমাত্রা এখানে উল্লেখ করতে হবে।
	(ঘ) উপাত্ত সূত্র (Source of information)	৪ (ক) কলামে উল্লেখিত সূচক সম্পর্কিত তথ্য কোথা থেকে পাওয়া যাবে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে। যেমন-APA প্রতিবেদন, প্রশাসনিক তথ্য ইত্যাদি।
(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট (লাখ টাকা)	৩ নং কলামে উল্লেখিত উপ-কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে তা প্রতিটি উপ-কার্যক্রম অনুসারে লাখ টাকায় উল্লেখ করতে হবে।	
২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় (৬) ১ম ত্রৈমাসিক (ক) ২য় ত্রৈমাসিক (খ) ৩য় ত্রৈমাসিক (গ) ৪র্থ ত্রৈমাসিক (ঘ)	৩ নং কলামে উল্লেখিত উপ-কার্যক্রমসমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের কোন কোয়ার্টারে বাস্তবায়িত হবে তা সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক কলামে দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।	
সংশ্লিষ্ট সংস্থা (৭)	৩ নং কলামে উল্লেখিত উপ-কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থা/ প্রকল্প ব্যতীত অন্য সংস্থা যেমন- অন্য মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর, NGO, UN যুক্ত থাকলে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে।	

সংযুক্তি- ৪ (১): খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সম্পর্কিত আইন, ও নীতিমালা (সংক্ষেপ)

আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার উদ্ধৃতকৃত মূল বিধানসমূহ

ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩

ধারা-২ সংজ্ঞা-(৬) “ভোজ্যতেল” অর্থ মানুষের আহাৰ্য পরিশোধিত (Refined) বা অপরিশোধিত (Crude) কোনো উদ্ভিজ্জ তেল (Vegetable Oil), যেমন সয়াবিন তেল (Soyabean Oil) পাম তেল (Palm Oil), পাম অলীন (Palm Olein) ইত্যাদি কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে ভোজ্যতেল হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোনো উদ্ভিজ্জ তেল, তবে সরিষার তেল, নারিকেল তেল কিংবা অলিভ অয়েল, ইত্যাদি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

ধারা-৪। ভোজ্যতেলের বাধ্যতামূলক সমৃদ্ধকরণ। (১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি তফসিল ১ এ বর্ণিত মাত্রা অনুযায়ী ভোজ্যতেল ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে হইবে। (২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সমৃদ্ধকরণ ব্যতিরেকে কোনো ভোজ্যতেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন বা বাজরজাত করিতে পারিবে না।

ধারা-৬। ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধারের গায়ে ব্যবহার্য মোড়ক (Label)। - (১) ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকারী বা পরিশোধনকারী কর্তৃক বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা প্রদর্শিত ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধার বা জারের গায়ে তফসিল-২ এ উল্লিখিত সমৃদ্ধকরণ প্রতীক (fortification logo) সম্বলিত মোড়ক ব্যবহার করিতে হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মোড়কে ভোজ্যতেল ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করা হইয়াছে মর্মে একটি বিবৃতি বড় মাপে ও অক্ষরে, বাংলা ও ইংরেজিতে, বোধগম্য এবং অমোচনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যাহা সহজে দৃশ্যমান হয়।

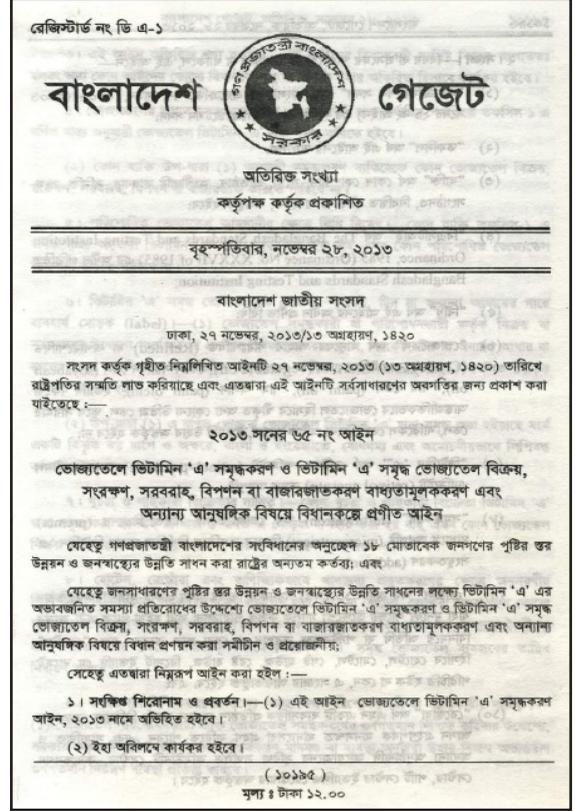
ধারা-৭। খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতার দায়িত্ব। - কোনো খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় নাই বা ধারা ৬ এ বর্ণিত মোড়ক ব্যবহার করা হয় নাই এমন কোনো ভোজ্যতেল বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ, পরিবেশন বা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

ধারা-১৫। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন। - এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক সংঘটিত হইলে, তাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated) হউক বা না হউক, যে সকল ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উক্ত কোম্পানী বা ফার্মের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা এজেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তাহারা উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রামাণ্য করিতে পারেন যে অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

ধারা-১৬। দণ্ড। - (১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৪ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য বিএসটিআই উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধার (১) এ উল্লিখিত অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করিয়া থাকিলে তিনি অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অর্থাৎ অথবা অনুর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি ধারা ৫ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য বিএসটিআই উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।



(৪) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করিয়া থাকিলে তিনি অন্ত্যন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অর্ধদণ্ড বা অনুর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৬, ৭ বা ৮ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে, উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য বিএসটিআই উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

(৬) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করিয়া থাকিলে তিনি অন্ত্যন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অর্ধদণ্ড বা অনুর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৭) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশনা বা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, যাহার জন্য এই আইনে কোনো জরিমানা বা দণ্ডের বিধান নাই, তিনি অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্ধদণ্ড বা অনুর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-১৮। অপরাধের বিচার, ইত্যাদি।-(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোসযোগ্য (compoundable) হইবে। (২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No v of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে, এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনে নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

ধারা-২০। মোবাইল কোর্টেও এখতিয়ার।- এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, যে ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে।

ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫

বিধি-২ সংজ্ঞা-(ঘ)। 'পাত্র বা প্যাকেট' অর্থ ভোজ্যতেল বাজারজাত, বিপণন, বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ বা মজুতের জন্য ব্যবহৃত পাত্র, বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধার;

বিধি-২ সংজ্ঞা-(ঙ)। 'পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত' অর্থ সমৃদ্ধকরণ প্রতীক ও নির্ধারিত মোড়কসহকারে পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত;

বিধি-৩। আবশ্যিকীয় সাধারণ বিধান।-কোনো পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা যদি অবগত হন যে, তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা ভোজ্যতেল যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত অথবা যথাযথভাবে পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত নয়, তাহা হইলে উক্ত পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা:-

(অ) যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করিয়া অথবা পাত্রজাত বা প্যাকেট করিয়া পুনরায় প্রেরণ করিবার জন্য যাহার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার নিকট ফেরত প্রেরণ করিবেন; অথবা (আ) উক্ত ভোজ্যতেলের পরিবর্তে যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত বা প্যাকেটকৃত ভোজ্যতেল সরবরাহের জন্য যাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন, তাহার নিকট ফেরত প্রেরণ করিবেন।

বিধি-৫। ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেট।- (১) নিম্নবর্ণিত শর্তপূরন সাপেক্ষে ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেট তৈরি করা যাইবে। যথা:-

(ক) পাত্র বা প্যাকেটটি আর্দ্রতারোধক হইবে;

(খ) পাত্র বা প্যাকেটের উপরিভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহৃত না হইলে উহার অন্তর্ভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে;

বিজ্ঞপ্তি নং বি-এ-১

বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার

অতিরিক্ত সচিব
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প অধিদপ্তর
পরিচালনা-৩ দপ্তর
ঢাকা

তারিখ: ১৬ নভেম্বর, ১৫২২ বঙ্গাব্দ/১২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ০০২-আই/২০১৫ — ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬৫ নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার শিল্প অধিদপ্তর প্রকাশ করিল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই বিধিমালা ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বলিয়াই কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-(১) বিধি-৩ এ প্রদত্ত পরিচিহ্ন কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়:-

(ক) "আইন" অর্থ ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬৫ নং আইন);

(খ) "আমদানিকারক" অর্থ যে ব্যক্তি পাইকারি বা খুচরা বিক্রেতার স্বত্ব অথবা লেন লেন হইতে পরিচালিত ও সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল লেনে আদান করিলে;

(গ) "ধারা" অর্থ আইনের লেন ধারা;

(১-৩৩৬)
সূত্র: ৪ পৃষ্ঠা ৮.০০

(গ) পাত্র বা প্যাকেট তৈরিতে এমন উপরণ ব্যবহার কার যাইবে না যাহা সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের সহিত বিক্রয়ার ফলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার প্রয়োজনে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পাত্র বা প্যাকেট তৈরির উপকরণ এবং উহাদের অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকারী, উপ-বিধি (৪) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল পাত্র বা প্যাকেটজাত করিয়া উহা বিক্রয়, বিপণন, বাজারজাত, গুদামজাত, বিতরণ বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

(৪) তৈরিকৃত পাত্র বা প্যাকেটের নিম্নাংশে অন্তত শতকরা ২০ ভাগ ফাঁকা রাখিয়া উপরের অংশে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুসরণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে এবং অমোচনীয় কালি বা রং দ্বারা বাংলায় লিপিবদ্ধ বা সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর;

(খ) ভোজ্যতেলের প্রকৃত পরিমাণ;

(গ) সমৃদ্ধকরণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;

(ঘ) লট নম্বর ও সনাক্তকরণ কোড;

(ঙ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য;

(চ) বিদ্যমান বিভিন্ন উপকরণ ও পুষ্টি উপদানের নাম ও শতকরা হার;

(ছ) আইনের তফসিল-১ এ বর্ণিত মাত্রায় ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধকরণ সম্পর্কিত একটি ঘোষণা; এবং

(জ) আইনের তফসিল-২ তে উল্লিখিত সমৃদ্ধকরণ প্রতীক।

বিধি-৭। পরিদর্শনকালে অনুসরণীয় বিধান।-(১) ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে নিম্নবর্ণিত বিধান অনুসরণ করিবেন, যথা:-

(ক) পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কারখানা, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(খ) পরিশোধন, সমৃদ্ধকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(গ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেট খুলিতে ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা মজুদকৃত ভোজ্যতেলের নমুনা সংগ্রহ করিতে এবং উক্ত নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঙ) পরিশোধন, সমৃদ্ধকরণ ও প্যাকেজিং পক্রিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(চ) সমৃদ্ধকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সহিত সম্পৃক্ত দলিলাদি পরীক্ষা এবং উহার অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(ছ) সমৃদ্ধকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ঠিকাদার, এজেন্ট, শ্রমিক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং স্থাপনার মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে বা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শন বা অনুসন্ধানের সময় তাহার পরিচয়পত্র প্রদর্শন করিবেন।

ধারা-১৬। দণ্ড- (৭) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশনা বা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, যাহার জন্য এই আইনে কোনো জরিমানা বা দণ্ডের বিধান নাই, তিনি অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্ধদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।



আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (সংক্ষিপ্ত)

দ্বিতীয় অধ্যায়: কমিটি, কার্যাবলি, ইত্যাদি

জেলা কমিটি, প্রান্তিক কমিটি, ইত্যাদি

৭। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, লবণ উৎপাদন, পরিশোধন, আয়োডিনযুক্তকরণ, মোড়কীকরণ ও লেবেলিং প্রক্রিয়া তদারকিসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, জেলা পর্যায়ে জেলা লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রান্তিক লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) জেলা এবং প্রান্তিক লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, কার্য-পরিধি এবং সভার কার্য-পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য জেলা এবং প্রান্তিক লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায় পর্যবেক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

• পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সেল

৮। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, পরিশোধন, সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ, জাতীয় লবণ কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন আয়োডিনযুক্ত লবণ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সেল নামে একটি সেল গঠন করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সেল এর পাশাপাশি বা অতিরিক্ত হিসাবে অন্য কোনো সংস্থাকে উক্তরূপ দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, লবণ উৎপাদন, মজুত, পরিশোধন, আয়োডিনযুক্তকরণ, আয়োডিনের অভাবজনিত সাম্প্রতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য উক্ত সেলের আওতাধীন একটি আয়োডিনযুক্ত লবণ তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে।

(৪) এই ধারার অধীন গঠিত সেল ও তথ্য কেন্দ্রের দায়িত্ব, কার্যাবলি এবং অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

• মূল্যায়ন

৯। (১) জাতীয় লবণ কমিটি জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি মূল্যায়ন করিবে এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ধারা ৮ এর অধীন গঠিত আয়োডিনযুক্ত লবণ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সেল, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্যাদি মূল্যায়নে জাতীয় লবণ কমিটিকে সহায়তা প্রদানসহ উক্ত কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়: প্যাকেজিং ও লেবেলিং

ভোজ্য লবণের প্যাকেজিং, লেবেলিং, ইত্যাদি

১৯। (১) কোনো ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিতরূপে প্রস্তুতকৃত প্যাকেট ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে ভোজ্য লবণ বিক্রয়, গুদামজাত, বিতরণ বা সরবরাহ করিতে পারিবে না।

(২) ভোজ্য লবণ স্বচ্ছ ও ফুড গ্রেড (Transparent and Food grade) প্যাকেট বাজারজাত করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, স্বচ্ছ ও ফুড গ্রেড প্যাকেটে ভোজ্য লবণ বাজারজাতকরণের জন্য এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ২ (দুই) মাস সময় প্রদান করা যাইবে।

৫। ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী ও আয়োডিনযুক্তকারীর দায়িত্ব।- ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী বা পরিশোধনকারী বা আয়োডিনযুক্তকারী বিক্রয় বা বিতরণ বা সরবরাহের পূর্বে আয়োডিনযুক্ত লবণের মান ও মাত্রা নিশ্চিত করিবে এবং উক্তরূপ নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করিবে, যথা:-

- (ক) নিয়মিতভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন আয়োডিনযুক্ত লবণের নমুনা সংগ্রহপূর্বক কারখানার নিজস্ব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা;
- (খ) যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কি না বা যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে কি না তাহা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা;
- (গ) প্রতিটি ব্যাচে নির্ধারিত মান ও মাত্রায় আয়োডিন মিশ্রিতকরণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;
- (ঘ) ভোজ্য লবণ উৎপাদন, আয়োডিনযুক্তকরণ, মজুত, সরবরাহ, বিতরণ, বিক্রয়ের হিসাব সংরক্ষণ; এবং
- (ঙ) যথাযথভাবে লবণ রেজিস্টার লিপিবদ্ধ করিয়া পরিদর্শকের নিকট প্রদর্শন।

৬। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার।- (১) মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির যেসকল খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণে লবণ ব্যবহৃত হয়, ঐসকল খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহার করার দায়িত্ব উক্ত খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকারীর উপর বর্তাইবে।

(২) কোনো হোটেল বা রেস্তোরাঁ, ফুড-কোর্ট, ক্যান্টিন বা অন্য কোনো ফুড আউটলেটে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

৭। এজেন্ট, ডিলার, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার দায়িত্ব।- কোনো এজেন্ট, ডিলার, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা আয়োডিনযুক্ত করা হয় নাই বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্যাকেটজাত বা মোড়কজাত করা হয় নাই এমন কোনো ভোজ্য লবণ বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ, পরিবেশন বা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

৮। আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রয় বা বিতরণের মেয়াদ।- (১) ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ হইতে ভোজ্য পর্যায়ে বিক্রয় বা বিতরণের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ দুই বৎসর।

(২) মেয়াদোত্তীর্ণ আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রয় বা বিতরণ করা যাইবে না।

(৩) মেয়াদোত্তীর্ণ লবণ যাহার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে তাহার মাধ্যমে উহা উৎপাদনকারী কারখানার নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৯। ভোজ্য লবণের প্যাকেট ও মোড়ক।- (১) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের প্যাকেট হইবে স্বচ্ছ ও ফুডগ্রেড মানসম্পন্ন।

(২) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের প্যাকেট পলিথিন দ্বারা তৈরি হইলে উক্ত পলিথিনের পুরুত্ব হইবে ন্যূনতম পাঁচাত্তর মাইক্রোমিটার।

(৩) নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভোজ্য লবণের প্যাকেট তৈরি করা যাইবে, যথা:-

(ক) প্যাকেটটি আর্দ্রতারোধক হইবে এবং প্যাকেটের উপরিভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহৃত না হইলে উহার অন্তর্ভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে;

(খ) প্যাকেটটি বায়ুরোধক হইবে;

(গ) প্যাকেট তৈরিতে এমন উপকরণ ব্যবহার করা যাইবে না, যাহা আয়োডিনযুক্ত ভোজ্যলবণের সহিত বিক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে;

(ঘ) প্যাকেট তৈরিতে কেবল ফুডগ্রেড উপাদান ব্যবহার করিতে হইবে;

(ঙ) প্যাকেট তৈরিতে নন-টক্সিক উপাদান ব্যবহার করিতে হইবে;

(চ) প্যাকেট দূষণমুক্ত, অক্ষত ও অটুট অবস্থায় থাকিতে হইবে;

(ছ) দফা (গ)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কারিগরি পরামর্শক কমিটির পরামর্শ ও জাতীয় লবণ কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট তৈরির উপকরণ এবং উহাদের অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী, আয়োডিনযুক্তকারী, উপ-বিধি (৩) এর শর্তপূরণ সাপেক্ষে, আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ প্যাকেটজাত ও মোড়কজাত করিয়া উহা বিক্রয়, বিপণন, বাজারজাত, গুদামজাত, বিতরণ বা প্রদর্শন করিতে পারিবে।

(৫) প্রতিটি প্যাকেটের মোড়কে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে এবং অমোচনীয় কালি বা রং ব্যবহার করিয়া বাংলায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ভোজ্য লবণের নাম, যথা: গৃহস্থালি বা রান্নার কার্যে ব্যবহার্য লবণ বা বাণিজ্যিক ভোজ্য লবণ;

(খ) কিলোগ্রাম বা গ্রামে লবণের প্রকৃত (নিট) ওজন;

(গ) প্যাকেটজাত লবণের সর্বোচ্চ আর্দ্রতার মাত্রা;

(ঘ) আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ ও লট নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঙ) বিক্রয়ের জন্য মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ;

(চ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা, যথা: ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে, সূর্যকিরণ মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ছ) নিবন্ধন নম্বর, ব্যাচ নম্বর এবং শনাক্তকরণ কোড;

(জ) সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য;

(ঝ) লবণে আয়োডিন মিশ্রিতকরণ এবং উহার পরিমাণ;

(ঞ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন কর্তৃক অনুমোদিত লেবেল ব্যবহার;

(ট) ভোজ্য লবণ আয়োডিন দ্বারা আয়োডিনযুক্তকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা।

১০। ভোজ্য লবণের প্যাকেটের ওজন।- (১) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্যলবণের প্যাকেটের ওজন হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) টেবিল সল্ট কার্যে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণের প্রতি প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হইবে, যথাক্রমে ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম ও ২৫০ গ্রাম; এবং

(খ) গৃহস্থালি বা রান্নার কার্যে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণের প্রতিপ্যাকেটে লবণের পরিমাণ হইবে, যথাক্রমে ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি, ২ কেজি, ৫ কেজি ও ১০ কেজি:

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্যিক লবণ বাক্স হিসাবে প্যাকেট করা হইলে বাক্স প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হইবে সর্বোচ্চ ৫০ কেজি।



সংযুক্তি-৫: ফুড ফার্টিফিকেশন বিষয়ক টিওটি-তে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (ডিএনসিসি) হতে অংশগ্রহণকারীদের সম্ভাব্য তালিকা

১	সভাপতি	জেলা প্রশাসক (২ জন প্রতিনিধি)
২	সদস্য	পৌর মেয়র (১ জন প্রতিনিধি)
৩	সদস্য	উপপরিচালক- স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪	সদস্য	উপপরিচালক- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৫	সদস্য	উপপরিচালক- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৬	সদস্য	জেলা তথ্য কর্মকর্তা
৭	সদস্য	জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা
৮	সদস্য	জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা
৯	সদস্য	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও ১ জন প্রতিনিধি
১০	সদস্য	নির্বাহী প্রকৌশলী- ডিপিএইচই
১১	সদস্য	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা- মাধ্যমিক শিক্ষা
১২	সদস্য	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা- প্রাথমিক শিক্ষা
১৩	সদস্য	জেলা পরিষদ প্রতিনিধি
১৪	সদস্য	উপপরিচালক- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১৫	সদস্য	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (১ জন প্রতিনিধি)
১৬	সদস্য	স্থানীয় সাংবাদিক- (২ জন প্রতিনিধি)
১৭	সদস্য	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধি- (২ জন প্রতিনিধি)
১৮	-	বিসিক: উপ মহাব্যবস্থাপক/সহকারি মহাব্যবস্থাপক-
১৯	-	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - জেলা প্রধান
২০	-	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর- জেলা প্রধান
২১	-	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন- জেলা প্রধান
২২	-	সিটি কর্পোরেশন- স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তা
২৩	সদস্য সচিব	সিভিল সার্জন ও ১ জন প্রতিনিধি

সংযুক্তি-৬: বার্ষিক পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা (খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বিষয়ক নমুনা)

(নমুনা ছক: বার্ষিক পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা)

জেলার নাম:										
ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (শতাংশ)	২০২৪- ২৫ অর্থবছরের পরিকল্পনা	লক্ষিত জনগোষ্ঠী/ সুবিধাভোগী	বাস্তবায়নের সময়কাল				সহযোগিতা/ সহযোগী সংস্থা	মন্তব্য
					বাজেট/ সম্পদ	জুলাই- সেপ্টেম্বর	অক্টোবর- ডিসেম্বর	জানু- মার্চ		
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর										
১	ফুড ফোর্টিফিকেশন বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিকে কাউন্সেলিং (কাউন্সেলিং এর সংখ্যা)									
২	স্যানিটারি ইমপেটের কর্তৃক ফর্টিফাইড ভোজ্য তেল ও লবণের নমুনা সংগ্রহ (সংখ্যা)									
৩	স্যানিটারি ইমপেটের কর্তৃক ফর্টিফাইড ভোজ্য তেল ও লবণ বিষয়ে বাজার তদারকি (সংখ্যা)									



জুন ২০২৫

যোগাযোগের ঠিকানা:

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়
আইপিএইচ ভবন (২য় তলা), মহাখালী, ঢাকা-১২১২
ফোন নং: +৮৮-০২-২২২২৬৩০০৭
ইমেইল: dgbnncbd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bnnc.gov.bd

সহযোগিতায়



গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (GAIN)